৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএস এফ পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে ৫ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক কুমারকে (৩৫) সীমান্তরক্ষী বাহীনি বিএস এফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আটককৃত অভিষেক কুমার ভারতের ঝাড়কান্ড প্রদেশের জারিদি জেলার গান্ধীনগর থানার জারিদি বাজার পাড়ার ঘনশ্যামের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে এ হস্তান্তর করা হয়। অভিষেক কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা পুস্পা দেবী তাকে গ্রহন করতে সীমান্তের শৃন্য রেখায় আসেন।

পুলিশ জানায় ২০১৯ সালের ২১ জুলাই রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলো। এ সময় বিজিবি অভিষেক কুমারকে আটক করে। পরে তাকে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিষেক কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের করেন মামলা যার নং ১০। এরপর ২২ মার্চ ২০২২ সালের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বহিরাগমন-১ থেকে ভারত প্রত্যাবাসনের চিঠি প্রেরণ করে।

কিন্তু অভিষেকের পারিবারের সন্ধান না পাওয়ায় দায়িত্বশীল কারো কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা একাত্তর টিভির জেষ্ঠ্য চিত্রসাংবাদিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ মো: শামসুল হুদার প্রত্যাবাসন বিষয়ক বেশ কিছু সাফল্যের কথা জানতে পেরে অভিষেককে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক অভিষেক কুমার ।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার এনামৃল হক, হাবিলদার সাকার উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ইনচার্জ জিললু রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই আতিক হাসান, এ এস আই মোমিন এ এস

আই সায়মুন। ভারতের গেঁদে বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এসি বিতাশা, এস আই পি মুর্খার্জি, এসআই মজুমদার, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ জেসি দে, কাস্টমস কর্মকর্তা রামাতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এএসআই তন্ময় দাস, ডিআইবি সাধন মন্ডল, রেডক্রস প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক

দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে ভারত অভ্যান্তরে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী দু’নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়নি বিএসএফ।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করেনি বিজিবি।

অবশেষে পতাকা বৈঠক হতে লাশ নিয়ে ফিরে যায় ভারতীয় বিএসএফ। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকা রাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিন গুলিবৃদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ঘটনার ১২ দিন পর পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হলেও লাশ ফেরত পেলেন না নিহতদ্বয়ের পরিবার।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকারাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে ১ সন্তানের জনক সাজেদুর রহমান ওরফে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে ২ সন্তানের জনক খাঁজা মঈনুদ্দিনসহ ৫/৬ জন সঙ্গবদ্ধ চোরাকারবারী গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) শনিবার সন্ধ্যার পর দর্শনার কামারপাড়া-বারাদী সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলারের বাড়াদী পূর্বপাড়া- মাঝেরপাড়া কাঠেরপোল মাঠ নামক স্থান দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারত অভ্যন্তরের আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থান গোবিন্দপুরে অবস্থান করে।

ওইদিন দিবাগত গভীর রাতে চোরাকারবারীরা ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন ৩২ গোবিন্দপুর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি টহল দলের মুখোমুখি হয়।

এসময় বিএসএফ দল চোরাকারবারীদের লখ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুরলে গুলিবৃদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সাইদুল ও একই পাড়ার খাঁজা মইনুদ্দিন নামের দুই গরু চোরাকারবারী।

ঘটনার পরদির রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফ’কে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেওয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ১২ দিন পর বিএসএফ লাশ দুটি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিজিবিকে পতাকা বৈঠকের আমন্ত্রন জানায়। বিএসএফের আমন্ত্রনে পতাকা বৈঠকে সারাদেয় বিজিবি।

আজ বুধবার বিকালে দেশের বাড়াদী-ভারতের গোবিন্দপুর সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলার সংলগ্ন শূন্য রেখায় দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে ভেস্তে যাওয়ায় লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উপ-সহকারী পরিচালক হায়দার ও বাড়াদী বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা সহ সঙ্গীরা এবং ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুরের বাড়াদী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার বাপ্পীন মুখার্জী ও কর্মকর্তা সহ সঙ্গীরা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আইনী জটিলতায় অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক হতে লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

গেদে সীমান্তে বিজিবি – বিএসএফের পতাকা বৈঠক

ভারতীয় নদীয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে গেদেয় সেক্টর পর্যায়ে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১২ টায় ভারতীয় গেদে বিএসএফ ক্যাম্পে সেক্টর পর্যায়ে দুদেশের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা নিয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিজিবি’র কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহি উদ্দিন মোঃ জাবেদ,চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্নেল শাহ মোঃ ইশতিয়াক আহম্মেদ,যশোর ৪৯ ব্যাটেলিয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্নেল মোঃসেলিম উদদোজা,কুষ্টিয়া সেক্টরের অতিরিক্ত কর্নেল আবু সাইদ,মেহেদী হাসান,ভারতীয় বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সেক্টর কমান্ডার শ্রী সন্জয় কুমার,কোম্পানী কমান্ডার শ্রী প্রিতাব শিং,দেশ রাজ শিং,কোম্পানী কমান্ডার শ্রী সন্জয় প্রসাদ,ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার সুরেশ কুমার,ভারতীয় ২১ ব্যাটেলিয়নের ভিজয় কুমার।

দুদেশের মধ্যে প্রায় ৫ ঘন্টা এ বৈঠক চলে।দু দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।সীমান্তে চোরাচালান মানষ হত্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ রদ্ধধার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।